



[ishwarerain.org](http://ishwarerain.org)

# ঈশ্বরের আইন: পরিশিষ্ট ৬: খ্রিস্টানদের জন্য নিষিদ্ধ মাংস

সমস্ত জীবন্ত জিনিস খাদ্য হিসেবে সৃষ্ট হয়নি

ইডেন উদ্যান: একটি উদ্ভিদ-ভিত্তিক খাদ্য

এই সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন আমরা ইডেন উদ্যানে মানবজাতির শুরু পরীক্ষা করি। আদম, প্রথম মানুষ, একটি উদ্যান পরিচর্যার কাজ পেয়েছিলেন। কী ধরনের উদ্যান? মূল হিব্রু পার্শ্যে এটি নির্দিষ্ট করে না, তবে এটি একটি ফলের উদ্যান ছিল বলে প্রমাণ আছে:

“এবং প্রভু ঈশ্বর ইডেনে পূর্বদিকে একটি উদ্যান রোপণ করলেন... এবং প্রভু ঈশ্বর মাটি থেকে প্রতিটি গাছ জন্মালেন যা দৃষ্টিতে সুন্দর এবং খাদ্যের জন্য ভালো” (আদিপুস্তক ২:১৫)।

আমরা আদমের প্রাণীদের নামকরণ এবং তাদের দেখাশোনার ভূমিকা সম্পর্কেও পড়ি, কিন্তু শাস্ত্রে কোথাও পরামর্শ দেয় না যে তারাও গাছের মতো “খাদ্যের জন্য ভালো” ছিল।

ঈশ্বরের পরিকল্পনায় প্রাণী ভক্ষণ

এটি বলা নয় যে মাংস খাওয়া ঈশ্বরের দ্বারা নিষিদ্ধ—যদি তা হতো, তবে সমগ্র শাস্ত্রে এটি সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ থাকত। তবে, এটি আমাদের বলে যে মানবজাতির খাদ্যে প্রাণীর মাংস ভক্ষণ শুরু থেকে তার অংশ ছিল না।

মানুষের প্রাথমিক পর্যায়ে ঈশ্বরের প্রাথমিক বিধান সম্পূর্ণভাবে উদ্ভিদ-ভিত্তিক বলে মনে হয়, ফল এবং অন্যান্য ধরনের গাছপালার উপর জোর দেয়।

পবিত্র এবং অপবিত্র প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য

## নোয়ার সময়ে প্রবর্তিত

যদিও ঈশ্বর অবশেষে মানুষকে প্রাণী হত্যা এবং খাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন, তবে যে প্রাণীগুলি খাওয়ার জন্য উপযুক্ত এবং যেগুলি নয় তাদের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য স্থাপন করা হয়েছিল।

এই পার্থক্য প্রথমে জলপ্লাবনের আগে নোয়াকে দেওয়া নির্দেশে ইঙ্গিত করা হয়:

“প্রতিটি পবিত্র প্রাণীর সাত জোড়া, একটি পুরুষ এবং তার সঙ্গী, এবং প্রতিটি অপবিত্র প্রাণীর এক জোড়া, একটি পুরুষ এবং তার সঙ্গী, তোমার সাথে নিয়ে যাও” (আদিপুস্তক ৭:২)।

## পবিত্র প্রাণীদের সম্পর্কে অন্তর্নিহিত জ্ঞান

ঈশ্বর নোয়াকে পবিত্র এবং অপবিত্র প্রাণীদের মধ্যে কীভাবে পার্থক্য করতে হবে তা ব্যাখ্যা করেননি তা এটি পরামর্শ দেয় যে এই জ্ঞান মানবজাতির মধ্যে ইতিমধ্যে প্রোথিত ছিল, সম্ভবত সৃষ্টির শুরু থেকেই।

পবিত্র এবং অপবিত্র প্রাণীদের এই স্বীকৃতি প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক কাঠামোর মধ্যে নির্দিষ্ট ভূমিকা বা উদ্দেশ্যের জন্য নির্দিষ্ট প্রাণীদের পৃথক করার একটি বিস্তৃত ঐশ্বরিক শৃঙ্খলা এবং উদ্দেশ্য প্রতিফলিত করে।

## পবিত্র প্রাণীদের প্রাথমিক অর্থ

### বলিদানের সাথে সম্পর্কিত

আদিপুস্তকের বর্ণনায় এখন পর্যন্ত যা ঘটেছে তার উপর ভিত্তি করে, আমরা নিরাপদে ধরে নিতে পারি যে জলপ্লাবন পর্যন্ত, পবিত্র এবং অপবিত্র প্রাণীদের মধ্যে পার্থক্য কেবল তাদের বলিদান হিসেবে গ্রহণযোগ্যতার সাথে সম্পর্কিত ছিল।

হাবিলের তার পালের প্রথমজাতের উৎসর্গ এই নীতিটি হাইলাইট করে। হিব্রু পার্শে, “তার পালের প্রথমজাত” (מִנְחָתוֹ הַבְּרִיאָה) বাক্যটি “পাল” (tzon, תִּזּוֹן) শব্দটি ব্যবহার করে, যা সাধারণত ভেড়া এবং ছাগলের মতো ছোট গৃহপালিত প্রাণীদের বোঝায়। তাই, সম্ভবত হাবিল তার পাল থেকে একটি মেসশাবক বা ছোট ছাগল উৎসর্গ করেছিল (আদিপুস্তক ৪:৩-৫)।

### নোয়ার পবিত্র প্রাণীদের বলিদান

একইভাবে, যখন নোয়া জাহাজ থেকে বের হলেন, তিনি একটি বেদি তৈরি করলেন এবং পবিত্র প্রাণীদের ব্যবহার করে প্রভুর জন্য হোমবলি উৎসর্গ করলেন, যেগুলি জলপ্লাবনের আগে ঈশ্বরের নির্দেশে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল (আদিপুস্তক ৮:২০; ৭:২)।

বলিদানের জন্য পবিত্র প্রাণীদের উপর এই প্রাথমিক জোর তাদের উপাসনা এবং চুক্তিগত পবিত্রতায় অনন্য ভূমিকার ভিত্তি স্থাপন করে।

এই শ্রেণীগুলি বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হিব্রু শব্দগুলি—**tahor** (טהור) এবং **tamei** (טמא)—এলোমেলো নয়। এগুলি পবিত্রতা এবং প্রভুর জন্য পৃথককরণের ধারণার সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত:

- **טמא (Tamei)**

অর্থ: অপবিত্র, অশুদ্ধ।

ব্যবহার: আচার, নৈতিক বা শারীরিক অপবিত্রতাকে বোঝায়। প্রায়শই প্রাণী, বস্তু বা ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত যা ভক্ষণ বা উপাসনার জন্য নিষিদ্ধ।

উদাহরণ: “তবুও, এগুলি তুমি খাবে না... এগুলি তোমার জন্য অপবিত্র (*tamei*)” (লেবীয় পুস্তক ১১:৪)।

- **טהור (Tahor)**

অর্থ: পবিত্র, শুদ্ধ।

ব্যবহার: প্রাণী, বস্তু বা ব্যক্তিদের বোঝায় যারা ভক্ষণ, উপাসনা বা আচারিক ক্রিয়াকলাপের জন্য উপযুক্ত।

উদাহরণ: “তোমাকে পবিত্র এবং সাধারণের মধ্যে, এবং অপবিত্র এবং পবিত্রের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে” (লেবীয় পুস্তক ১০:১০)।

এই শব্দগুলি ঈশ্বরের খাদ্য আইনের ভিত্তি গঠন করে, যা পরে লেবীয় পুস্তক ১১ এবং দ্বিতীয় বিবরণ ১৪-এ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই অধ্যায়গুলি স্পষ্টভাবে পবিত্র (খাওয়ার জন্য অনুমোদিত) এবং অপবিত্র (খাওয়া নিষিদ্ধ) প্রাণীদের তালিকাভুক্ত করে, নিশ্চিত করে যে ঈশ্বরের লোকেরা পৃথক এবং পবিত্র থাকে।

## অপবিত্র মাংস খাওয়ার বিরুদ্ধে ঈশ্বরের সতর্কতা

**তানাখে** (পুরাতন নিয়ম) জুড়ে, ঈশ্বর তাঁর লোকদের তাঁর খাদ্য আইন লঙ্ঘনের জন্য বারবার সতর্ক করেছেন। বেশ কয়েকটি শ্লোক বিশেষভাবে অপবিত্র প্রাণীদের ভক্ষণের নিন্দা করে, জোর দিয়ে বলে যে এই অনুশীলনটি ঈশ্বরের আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবে দেখা হয়েছিল:

“একটি জনগোষ্ঠী যারা আমার মুখের সামনে আমাকে ক্রমাগত উত্তেজিত করে... যারা শূকরের মাংস খায়, এবং যাদের পাত্রে অপবিত্র মাংসের ঝোল থাকে” (ইশাইয়া ৬৫:৩-৪)।

“যারা নিজেদের পবিত্র এবং শুদ্ধ করে উদ্যানে যায়, যারা শূকরের মাংস, ইঁদুর এবং অন্যান্য অপবিত্র জিনিস খায় তাদের মধ্যে একজনকে অনুসরণ করে—তারা যাকে অনুসরণ করে তার সাথে একসাথে তাদের শেষ হবে,” প্রভু ঘোষণা করেন (ইশাইয়া ৬৬:১৭)।

এই তিরস্কারগুলি হাইলাইট করে যে অপবিত্র মাংস খাওয়া কেবল একটি খাদ্য সমস্যা ছিল না বরং একটি নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক ব্যর্থতা ছিল। এই ধরনের খাদ্য ভক্ষণের কাজটি ঈশ্বরের নির্দেশের বিরুদ্ধে অবাধ্যতার সাথে যুক্ত ছিল। স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ অনুশীলনে লিপ্ত হয়ে, লোকেরা পবিত্রতা এবং আনুগত্যের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেছিল।

## যিশু এবং অপবিত্র মাংস

যিশুর আগমন, খ্রিস্টধর্মের উত্থান এবং নতুন নিয়মের লেখার সাথে, অনেকে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে যে ঈশ্বর কি আর তাঁর আইনের প্রতি আনুগত্যের বিষয়ে চিন্তা করেন না, যার মধ্যে অপবিত্র খাদ্য সম্পর্কে তাঁর নিয়মও রয়েছে। বাস্তবে, প্রায় সমগ্র খ্রিস্টান বিশ্ব যা চায় তাই খাবে।

তবে, বাস্তবতা হলো পুরাতন নিয়মে এমন কোনো ভাববাণী নেই যা বলে যে মশীহ তাঁর পিতার অপবিত্র মাংসের আইন বা অন্য কোনো আইন বাতিল করবেন (যেমনটি কেউ কেউ যুক্তি দেয়)। যিশু স্পষ্টভাবে পিতার আদেশগুলি সবকিছুতে পালন করেছিলেন, এই বিষয়েও। যদি যিশু শূকরের মাংস খেতেন, যেমনটি আমরা জানি তিনি মাছ (লুক ২৪:৪১-৪৩) এবং মেসশাবক (মথি ২৬:১৭-৩০) খেয়েছিলেন, তবে আমাদের কাছে উদাহরণ দ্বারা একটি স্পষ্ট শিক্ষা থাকত, কিন্তু আমরা জানি যে এটি তা ছিল না। আমাদের কাছে কোনো ইঙ্গিত নেই যে যিশু এবং তাঁর শিষ্যরা নবীদের মাধ্যমে ঈশ্বরের দেওয়া এই নির্দেশগুলি লঙ্ঘন করেছিলেন।

## যুক্তিগুলি খণ্ডন

মিথ্যা যুক্তি: “যিশু সমস্ত খাদ্যকে পবিত্র ঘোষণা করেছিলেন”

সত্য:

মার্ক ৭:১-২৩ প্রায়শই প্রমাণ হিসেবে উদ্ধৃত হয় যে যিশু অপবিত্র মাংস সম্পর্কে খাদ্য আইন বাতিল করেছিলেন। তবে, পাঠ্যটির একটি সতর্ক পরীক্ষা প্রকাশ করে যে এই ব্যাখ্যা ভিত্তিহীন। সাধারণত ভুলভাবে উদ্ধৃত শ্লোকটি বলে: “কারণ খাদ্য তার হৃদয়ে নয় বরং পেটে যায়, এবং বর্জ্য হিসেবে বেরিয়ে যায়।’ (এর মাধ্যমে তিনি সমস্ত খাদ্যকে পবিত্র ঘোষণা করলেন)” (মার্ক ৭:১৯)।

প্রেক্ষাপট: এটি পবিত্র এবং অপবিত্র মাংস সম্পর্কে নয়

প্রথম এবং সর্বোচ্চ, এই শ্লোকের প্রেক্ষাপট লেবীয় পুস্তক ১১-এ বর্ণিত পবিত্র বা অপবিত্র মাংসের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। বরং, এটি যিশু এবং ফরীশীদের মধ্যে একটি বিতর্কের উপর কেন্দ্রীভূত যা খাদ্য আইনের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন একটি ইহুদি ঐতিহ্য নিয়ে। ফরীশী এবং শাস্ত্রবিদরা লক্ষ্য করেছিলেন যে যিশুর শিষ্যরা খাওয়ার আগে আচারিক হাত ধোয়া করেনি, যা হিব্রুতে *netilat yadayim* (נְטִילַת יָדַיִם) নামে পরিচিত। এই আচারে একটি আশীর্বাদ সহ হাত ধোয়া জড়িত এবং এটি আজও ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষ করে অর্থোডক্স চেনাশোনায়, পালিত একটি ঐতিহ্যবাহী অনুশীলন।

ফরীশীদের উদ্বেগ ঈশ্বরের খাদ্য আইন সম্পর্কে ছিল না বরং এই মানব-তৈরি ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য সম্পর্কে ছিল। তারা শিষ্যদের এই আচার পালন করতে ব্যর্থ হওয়াকে তাদের প্রথার লঙ্ঘন হিসেবে দেখেছিল, এটিকে অপবিত্রতার সাথে সমান করে।

যিশুর প্রতিক্রিয়া: হৃদয়ই বেশি গুরুত্বপূর্ণ

যিশু মার্ক ৭-এর বেশিরভাগ সময় শিক্ষা দিয়েছেন যে একজন ব্যক্তিকে সত্যিই অপবিত্র করে তা বাইরের অনুশীলন বা ঐতিহ্য নয় বরং হৃদয়ের অবস্থা। তিনি জোর দিয়েছেন যে আধ্যাত্মিক অপবিত্রতা ভেতর থেকে আসে, পাপী চিন্তা এবং ক্রিয়াকলাপ থেকে, আচারিক আচরণ পালনে ব্যর্থ হওয়া থেকে নয়।

যখন যিশু ব্যাখ্যা করেন যে খাদ্য একজন ব্যক্তিকে অপবিত্র করে না কারণ এটি পাচনতন্ত্রে যায়, হৃদয়ে নয়, তখন তিনি খাদ্য আইনের কথা বলছেন না বরং আচারিক হাত ধোয়ার ঐতিহ্যের কথা বলছেন। তাঁর মনোযোগ বাইরের আচারের চেয়ে অভ্যন্তরীণ পবিত্রতার উপর।

## মার্ক ৭:১৯-এর নিকটবর্তী দৃষ্টিভঙ্গি

মার্ক ৭:১৯ প্রায়শই ভুল বোঝা হয় কারণ বাইবেল প্রকাশকরা পাঠ্যে একটি অস্তিত্বহীন প্যারেন্থেসিক্যাল নোট সন্নিবেশ করেছে, যা বলে, “এর মাধ্যমে তিনি সমস্ত খাদ্যকে পবিত্র ঘোষণা করলেন।” গ্রীক পাঠ্যে, বাক্যটি কেবল বলে: “ὅτι οὐκ εἰσπορεύεται αὐτοῦ εἰς τὴν καρδίαν ἀλλ’ εἰς τὴν κοιλίαν καὶ εἰς τὸν ἀφεδρῶνα ἐκπορεύεται καθαρίζον πάντα τὰ βρώματα,” যা আক্ষরিকভাবে অনুবাদ করা হয়: “কারণ এটি তার হৃদয়ে নয় বরং পেটে প্রবেশ করে, এবং শৌচাগারে বেরিয়ে যায়, সমস্ত খাদ্যকে শুদ্ধ করে।”

পড়া: “শৌচাগারে বেরিয়ে যায়, সমস্ত খাদ্যকে শুদ্ধ করে” এবং “এর মাধ্যমে তিনি সমস্ত খাদ্যকে পবিত্র ঘোষণা করলেন” হিসেবে অনুবাদ করা ঈশ্বরের আইনের বিরুদ্ধে সাধারণ পক্ষপাতের সাথে পাঠ্যটিকে মানিয়ে নেওয়ার একটি স্পষ্ট প্রচেষ্টা, যা সেমিনারি এবং বাইবেল প্রকাশকদের মধ্যে প্রচলিত।

যা বেশি যুক্তিযুক্ত তা হলো পুরো বাক্যটি যিশু তৎকালীন দৈনন্দিন ভাষায় খাওয়ার প্রক্রিয়া বর্ণনা করছেন। পাচনতন্ত্র খাদ্য গ্রহণ করে, শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টি এবং উপকারী উপাদান (পবিত্র অংশ) বের করে, তারপর বাকিটা বর্জ্য হিসেবে বের করে দেয়। “সমস্ত খাদ্যকে শুদ্ধ করা বা পবিত্র করা” বাক্যটি সম্ভবত এই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াকে বোঝায় যা উপকারী পুষ্টিতে বর্জ্য থেকে পৃথক করে।

## এই মিথ্যা যুক্তির উপর সিদ্ধান্ত

মার্ক ৭:১-২৩ ঈশ্বরের খাদ্য আইন বাতিল করার বিষয়ে নয় বরং মানব ঐতিহ্য প্রত্যাখ্যান করার বিষয়ে যা বাইরের আচারকে হৃদয়ের বিষয়ের উপরে উন্নীত করে। যিশু শিক্ষা দিয়েছিলেন যে সত্যিকারের অপবিত্রতা ভেতর থেকে আসে, আচারিক হাত ধোয়ার পালনে ব্যর্থ হওয়া থেকে নয়। “যিশু সমস্ত খাদ্যকে পবিত্র ঘোষণা করেছিলেন” দাবিটি পাঠ্যের ভুল ব্যাখ্যা, যা ঈশ্বরের চিরন্তন আইনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতে নিহিত। প্রেফাপট এবং মূল ভাষা সতর্কতার সাথে পড়লে এটি স্পষ্ট হয় যে যিশু তওরাতের শিক্ষা সমর্থন করেছিলেন এবং ঈশ্বরের দেওয়া খাদ্য আইন বাতিল করেননি।

মিথ্যা যুক্তি: “একটি দর্শনে, ঈশ্বর প্রেরিত পিতরকে বলেছিলেন যে আমরা এখন যে কোনো প্রাণীর মাংস খেতে পারি”

সত্য:

অনেকে প্রেরিতকর্ম ১০-এ পিতরের দর্শনকে প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করে যে ঈশ্বর অপবিত্র প্রাণীদের সম্পর্কে খাদ্য আইন বাতিল করেছিলেন। তবে, দর্শনের প্রেফাপট এবং উদ্দেশ্যের নিকটবর্তী পরীক্ষা প্রকাশ করে যে এটি পবিত্র এবং অপবিত্র মাংস সম্পর্কে আইন উল্টে দেওয়ার সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না। বরং, দর্শনটি পিতরকে জেন্টাইলদের ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে গ্রহণ করতে শেখানোর উদ্দেশ্যে ছিল, খাদ্য নির্দেশ পরিবর্তন করার জন্য নয়।

## পিতরের দর্শন এবং এর উদ্দেশ্য

প্রেরিতকর্ম ১০-এ, পিতর একটি দর্শন দেখেন যেখানে স্বর্গ থেকে একটি চাদর নেমে আসে, যাতে সব ধরনের প্রাণী ছিল, পবিত্র এবং অপবিত্র উভয়ই, “হত্যা কর এবং খাও” নির্দেশের সাথে। পিতরের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট: “নিশ্চয়ই না, প্রভু! আমি কখনো কিছু অপবিত্র বা অশুদ্ধ খাইনি” (প্রেরিতকর্ম ১০:১৪)।

এই প্রতিক্রিয়া বেশ কয়েকটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ:

1. খাদ্য আইনের প্রতি পিতরের আনুগত্য  
এই দর্শনটি যিশুর আরোহণ এবং পেন্টেকস্টে পবিত্র আত্মার নিঃসরণের পরে ঘটে। যদি যিশু তাঁর পরিচর্যার সময় খাদ্য আইন বাতিল করে থাকতেন, তবে পিতর—যিশুর একজন নিকটবর্তী শিষ্য—তা জানতেন এবং এত তীব্রভাবে আপত্তি করতেন না। পিতরের অপবিত্র প্রাণী খেতে অস্বীকৃতি প্রমাণ করে যে তিনি এখনও খাদ্য আইন পালন করতেন এবং তা বাতিল হয়েছে বলে কোনো বোঝা ছিল না।
2. দর্শনের প্রকৃত বার্তা  
দর্শনটি তিনবার পুনরাবৃত্তি হয়, এর গুরুত্বের উপর জোর দেয়, কিন্তু এর সত্য অর্থ কয়েক শ্লোক পরে স্পষ্ট হয় যখন পিতর কর্নিলিয়াসের, একজন জেন্টাইল (অইহুদি), বাড়িতে যান। পিতর নিজেই দর্শনের অর্থ ব্যাখ্যা করেন:  
“ঈশ্বর আমাদের দেখিয়েছেন যে আমার কাউকে অপবিত্র বা অশুদ্ধ বলা উচিত নয়” (প্রেরিতকর্ম ১০:২৮)।

দর্শনটি খাদ্য সম্পর্কে ছিল না বরং একটি প্রতীকী বার্তা ছিল। ঈশ্বর পবিত্র এবং অপবিত্র প্রাণীদের চিত্র ব্যবহার করে পিতরকে শিখিয়েছিলেন যে ইহুদি এবং জেন্টাইলদের মধ্যে বাধাগুলি দূর করা হচ্ছে এবং জেন্টাইলরা এখন ঈশ্বরের চুক্তি সম্প্রদায়ে গৃহীত হতে পারে।

## “খাদ্য আইন বাতিল” যুক্তির সাথে যৌক্তিক অসঙ্গতি

পিতরের দর্শন খাদ্য আইন বাতিল করেছে বলে দাবি করা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপেক্ষা করে:

1. পিতরের প্রাথমিক প্রতিরোধ  
যদি খাদ্য আইন ইতিমধ্যে বাতিল হয়ে থাকত, তবে পিতরের আপত্তির কোনো অর্থ হতো না। তাঁর কথাগুলি এই আইনের প্রতি তাঁর অব্যাহত আনুগত্য প্রতিফলিত করে, এমনকি যিশুর অনুসরণের বছরগুলির পরেও।
2. বাতিলের শাস্ত্রীয় প্রমাণের অভাব  
প্রেরিতকর্ম ১০-এ পার্শ্ব কোথাও স্পষ্টভাবে বলা নেই যে খাদ্য আইন বাতিল হয়েছে। ফোকাস সম্পূর্ণভাবে জেন্টাইলদের অন্তর্ভুক্তির উপর, পবিত্র এবং অপবিত্র খাদ্যের পুনঃসংজ্ঞায়নের উপর নয়।
3. দর্শনের প্রতীকীতা  
দর্শনের উদ্দেশ্য এর প্রয়োগে স্পষ্ট হয়। যখন পিতর বুঝতে পারেন যে ঈশ্বর পক্ষপাতিত্ব দেখান না কিন্তু তাঁকে ভয় করেন এবং যা সঠিক তা করেন এমন প্রতিটি জাতি থেকে মানুষ গ্রহণ করেন (প্রেরিতকর্ম ১০:৩৪-৩৫), তখন এটি স্পষ্ট যে দর্শনটি পক্ষপাত ভাঙার বিষয়ে ছিল, খাদ্য নিয়মের বিষয়ে নয়।
4. ব্যাখ্যায় বৈপরীত্য  
যদি দর্শনটি খাদ্য আইন বাতিলের বিষয়ে হতো, তবে এটি প্রেরিতকর্মের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটের সাথে বিরোধিতা করত, যেখানে ইহুদি বিশ্বাসী, পিতর সহ, তওরাতের নির্দেশ পালন অব্যাহত রেখেছিল। তদুপরি, যদি এটি

আক্ষরিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয় তবে দর্শনটি তার প্রতীকী শক্তি হারাবে, কারণ তখন এটি কেবল খাদ্য অনুশীলন সম্বোধন করবে, জেন্টাইল অন্তর্ভুক্তির আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়।

## এই মিথ্যা যুক্তির উপর সিদ্ধান্ত

প্রেরিতকর্ম ১০-এ পিতরের দর্শন খাদ্য সম্পর্কে ছিল না বরং মানুষ সম্পর্কে ছিল। ঈশ্বর পবিত্র এবং অপবিত্র প্রাণীদের চিত্র ব্যবহার করে একটি গভীর আধ্যাত্মিক সত্য প্রকাশ করেছিলেন: সুসমাচার সকল জাতির জন্য এবং জেন্টাইলদের আর অপবিত্র বা ঈশ্বরের লোকদের থেকে বাদ দেওয়া হিসেবে বিবেচনা করা হবে না। এই দর্শনকে খাদ্য আইনের প্রত্যাহার হিসেবে ব্যাখ্যা করা প্রেক্ষাপট এবং শ্লোকের উদ্দেশ্য উভয়েরই ভুল বোঝা।

লেবীয় পুস্তক ১১-এ ঈশ্বরের দেওয়া খাদ্য নির্দেশগুলি অপরিবর্তিত থাকে এবং এই দর্শনের ফোকাস কখনো ছিল না। পিতরের নিজের ক্রিয়া এবং ব্যাখ্যা এটি নিশ্চিত করে। দর্শনের প্রকৃত বার্তা হলো মানুষের মধ্যে বাধা ভাঙা, ঈশ্বরের চিরন্তন আইন পরিবর্তন করা নয়।



কসাইরা বাইবেলের নিয়ম অনুসারে সমস্ত পবিত্র প্রাণী, পাখি এবং স্থল প্রাণীর রক্ত নিষ্কাশনের জন্য মাংস প্রস্তুত করছে, যেমনটি লেবীয় পুস্তক ১১-এ বর্ণিত।

মিথ্যা যুক্তি: “জেরুজালেম কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে জেন্টাইলরা যে কোনো কিছু খেতে পারে যতক্ষণ না তা গলা টিপে মারা এবং রক্তের সাথে থাকে”

সত্য:

জেরুজালেম কাউন্সিল (প্রেরিতকর্ম ১৫) প্রায়শই ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যে জেন্টাইলদের ঈশ্বরের বেশিরভাগ আদেশ উপেক্ষা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং কেবল চারটি মৌলিক প্রয়োজনীয়তা পালন করতে হবে। তবে, নিকটবর্তী পরীক্ষায় প্রকাশ পায় যে এই কাউন্সিল ঈশ্বরের আইন জেন্টাইলদের জন্য বাতিল করার বিষয়ে ছিল না বরং মেসিয়ানিক ইহুদি সম্প্রদায়ে তাদের প্রাথমিক অংশগ্রহণ সহজ করার বিষয়ে ছিল।

জেরুজালেম কাউন্সিল কী নিয়ে ছিল?

কাউন্সিলে সম্বোধিত প্রাথমিক প্রশ্নটি ছিল জেন্টাইলদের সুসমাচার শোনার এবং প্রথম মেসিয়ানিক সন্মিলনে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়ার আগে তাদের পুরো তওরাতে—সুন্নত সহ—সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন কিনা।

শতাব্দী ধরে, ইহুদি ঐতিহ্য ধরে নিয়েছিল যে জেন্টাইলদের তওরাতে সম্পূর্ণ পালনকারী হতে হবে, যার মধ্যে সুন্নত, সাব্বাথ পালন, খাদ্য আইন এবং অন্যান্য আদেশ গ্রহণের মতো অনুশীলন অন্তর্ভুক্ত ছিল, তবেই একজন ইহুদি তাদের সাথে অবাধে মেলামেশা করতে পারত (দেখুন মথি ১০:৫-৬; যোহন ৪:৯; প্রেরিতকর্ম ১০:২৮)। কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত একটি পরিবর্তন চিহ্নিত করেছিল, স্বীকৃতি দিয়ে যে জেন্টাইলরা তাদের বিশ্বাসের যাত্রা শুরু করতে পারে এই সমস্ত আইন অবিলম্বে পালন না করেও।

সামঞ্জস্যের জন্য চারটি প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা

কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে জেন্টাইলরা তাদের যেমন আছে তেমনভাবে সন্মিলনের সভায় অংশ নিতে পারে, শর্ত থাকে যে তারা নিম্নলিখিত অনুশীলনগুলি এড়িয়ে চলে (প্রেরিতকর্ম ১৫:২০):

1. মূর্তি দ্বারা দূষিত খাদ্য: মূর্তির জন্য উৎসর্গিত খাদ্য ভক্ষণ এড়িয়ে চলা, কারণ মূর্তিপূজা ইহুদি বিশ্বাসীদের জন্য গভীরভাবে আপত্তিকর ছিল।
2. যৌন অনৈতিকতা: যৌন পাপ থেকে বিরত থাকা, যা পৌত্তলিক অনুশীলনে সাধারণ ছিল।
3. গলা টিপে মারা প্রাণীর মাংস: অনুপযুক্তভাবে হত্যা করা প্রাণী খাওয়া এড়িয়ে চলা, কারণ এতে রক্ত থাকে, যা ঈশ্বরের খাদ্য আইন দ্বারা নিষিদ্ধ।
4. রক্ত: রক্ত ভক্ষণ এড়িয়ে চলা, তওরাতে নিষিদ্ধ একটি অনুশীলন (লেবীয় পুস্তক ১৭:১০-১২)।

এই প্রয়োজনীয়তাগুলি জেন্টাইলদের পালন করতে হবে এমন সমস্ত আইনের সংক্ষিপ্তসার ছিল না। বরং, এগুলি মিশ্র ইহুদি-জেন্টাইল সন্মিলনে শান্তি এবং ঐক্য নিশ্চিত করার জন্য একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করেছিল।

এই সিদ্ধান্তের অর্থ কী ছিল না

এই চারটি প্রয়োজনীয়তাই ছিল জেন্টাইলদের ঈশ্বরকে খুশি করতে এবং পরিচ্রাণ পেতে পালন করতে হবে এমন একমাত্র আইন বলে দাবি করা অযৌক্তিক।

- জেন্টাইলরা কি দশটি আদেশ লঙ্ঘন করতে মুক্ত ছিল?

- তারা কি অন্য দেবতাদের উপাসনা করতে পারত, ঈশ্বরের নাম অকারণে ব্যবহার করতে পারত, চুরি করতে পারত, বা হত্যা করতে পারত? অবশ্যই না। এই ধরনের সিদ্ধান্ত শাস্ত্রে ন্যায়পরায়ণতার জন্য ঈশ্বরের প্রত্যাশা সম্পর্কে যা শেখায় তার সাথে বিরোধিতা করবে।
- একটি শুরু বিন্দু, শেষ বিন্দু নয়:
  - কাউন্সিল জেন্টাইলদের মেসিয়ানিক ইহুদি সন্মিলনে অংশগ্রহণের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন সন্মোদন করেছিল। এটি ধরে নেওয়া হয়েছিল যে তারা সময়ের সাথে জ্ঞান এবং আনুগত্যে বৃদ্ধি পাবে।

পেরিতকর্ম ১৫:২১ স্পষ্টতা প্রদান করে

কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত পেরিতকর্ম ১৫:২১-এ স্পষ্ট হয়:

“কারণ মোশির আইন [তওরাত] প্রাচীনকাল থেকে প্রতিটি শহরে প্রচারিত হয়েছে এবং প্রতি সাক্ষাথে সিনাগগে পড়া হয়।”

এই শ্লোকটি প্রমাণ করে যে জেন্টাইলরা সিনাগগে গিয়ে এবং তওরাত শুনে ঈশ্বরের আইন শিখতে থাকবে। কাউন্সিল ঈশ্বরের আদেশ বাতিল করেনি বরং জেন্টাইলদের তাদের বিশ্বাসের যাত্রা শুরু করার জন্য একটি ব্যবহারিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করেছিল তাদের অভিভূত না করে।

যিশুর শিক্ষা থেকে প্রেক্ষাপট

যিশু নিজে ঈশ্বরের আদেশের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, মথি ১৯:১৭ এবং লুক ১১:২৮-এ, এবং পুরো পর্বতোপদেশে (মথি ৫-৭), যিশু হত্যা না করা, ব্যভিচার না করা, প্রতিবেশীকে ভালোবাসা এবং আরও অনেক কিছু সহ ঈশ্বরের আইন পালনের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করেছিলেন। এই নীতিগুলি মৌলিক ছিল এবং পেরিতরা তা খারিজ করতেন না।

এই মিথ্যা যুক্তির উপর সিদ্ধান্ত

জেরুজালেম কাউন্সিল জেন্টাইলদের যে কোনো কিছু খাওয়ার বা ঈশ্বরের আদেশ উপেক্ষা করার ঘোষণা দেয়নি। এটি একটি নির্দিষ্ট সমস্যা সন্মোদন করেছিল: জেন্টাইলরা কীভাবে তওরাতের প্রতিটি দিক অবিলম্বে গ্রহণ না করে মেসিয়ানিক সন্মিলনে অংশগ্রহণ শুরু করতে পারে। চারটি প্রয়োজনীয়তা মিশ্র ইহুদি-জেন্টাইল সম্প্রদায়ে সামঞ্জস্য প্রচারের জন্য ব্যবহারিক পদক্ষেপ ছিল।

প্রত্যাশা স্পষ্ট ছিল: জেন্টাইলরা প্রতি সাক্ষাথে সিনাগগে তওরাতের শিক্ষার মাধ্যমে সময়ের সাথে ঈশ্বরের আইন সম্পর্কে তাদের বোঝা বাড়াবে। অন্যথায় পরামর্শ দেওয়া কাউন্সিলের উদ্দেশ্যকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে এবং শাস্ত্রের বিস্তৃত শিক্ষাকে উপেক্ষা করে।

মিথ্যা যুক্তি: “পেরিত পৌল শিক্ষা দিয়েছিলেন যে খ্রিস্ট পরিব্রাজনের জন্য ঈশ্বরের আইন পালনের প্রয়োজনীয়তা বাতিল করেছেন”

সত্য:

অনেক খ্রিস্টান নেতা, যদি না বেশিরভাগ, ভুলভাবে শিক্ষা দেন যে প্রেরিত পৌল ঈশ্বরের আইনের বিরোধিতা করেছিলেন এবং জেন্টাইল ধর্মান্তরিতদের তাঁর আদেশ উপেক্ষা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেউ কেউ এমনকি পরামর্শ দেন যে ঈশ্বরের আইন পালন পরিত্রাণকে বিপন্ন করতে পারে। এই ব্যাখ্যা উল্লেখযোগ্য ধর্মতাত্ত্বিক বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে গেছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত নন এমন পণ্ডিতরা পৌলের লেখা নিয়ে বিতর্ক মোকাবিলা করতে কঠোর পরিশ্রম করেছেন, প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে তাঁর শিক্ষা ভুল বোঝা হয়েছে বা আইন এবং পরিত্রাণ সম্পর্কে প্রেক্ষাপটের বাইরে নেওয়া হয়েছে। তবে, আমাদের মন্ত্রণালয় একটি ভিন্ন অবস্থান ধরে।

### কেন পৌলের ব্যাখ্যা করা ভুল পদ্ধতি

আমরা বিশ্বাস করি যে পৌলের আইন সম্পর্কে অবস্থান ব্যাখ্যা করার জন্য দীর্ঘ পথে যাওয়া অপয়োজনীয়—এমনকি প্রভুর প্রতি অপমানজনক। এটি করা পৌলকে, একজন মানুষকে, ঈশ্বরের নবীদের সমান বা তার চেয়ে বেশি মর্যাদায় উন্নীত করে, এমনকি যিশু নিজেকেও।

পরিবর্তে, সঠিক ধর্মতাত্ত্বিক পদ্ধতি হলো পরীক্ষা করা যে পৌলের পূর্ববর্তী শাস্ত্র কি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল বা সমর্থন করেছিল যে যিশুর পরে কেউ আসবে ঈশ্বরের আইন বাতিল করার বার্তা শিক্ষা দিতে। যদি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাববাণী থাকত, তবে আমাদের কাছে পৌলের শিক্ষাকে ঐশ্বরিকভাবে অনুমোদিত হিসেবে গ্রহণ করার কারণ থাকত, এবং এটি বোঝার এবং তা অনুসারে জীবনযাপনের জন্য আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা বোধগম্য হতো।

### পৌল সম্পর্কে ভাববাণীর অভাব

বাস্তবতা হলো শাস্ত্রে পৌল—বা অন্য কোনো ব্যক্তি—সম্পর্কে কোনো ভাববাণী নেই যে তিনি ঈশ্বরের আইন বাতিল করার বার্তা নিয়ে আসবেন। পুরাতন নিয়মে স্পষ্টভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা একমাত্র ব্যক্তি যারা নতুন নিয়মে প্রকাশ পায় তারা হলেন:

1. যোহন ব্যাপটিস্ট: মশীহের পথপ্রদর্শক হিসেবে তাঁর ভূমিকা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল এবং যিশু দ্বারা নিশ্চিত হয়েছিল (যেমন, ইশাইয়া ৪০:৩, মালাখি ৪:৫-৬, মথি ১১:১৪)।
2. যিহূদা ইঙ্কারিয়োট: গীতসংহিতা ৪১:৯ এবং গীতসংহিতা ৬৯:২৫-এর মতো শ্লোকে পরোক্ষ উল্লেখ পাওয়া যায়।
3. আরিমাথিয়ার যোষেফ: ইশাইয়া ৫৩:৯ পরোক্ষভাবে তাঁকে যিশুর সমাধি প্রদানকারী হিসেবে উল্লেখ করে।

এই ব্যক্তিদের বাইরে, তর্ক থেকে কারো—বিশেষ করে পৌলের—ঈশ্বরের আদেশ বাতিল করতে বা জেন্টাইলরা তাঁর চিরন্তন আইনের প্রতি আনুগত্য ছাড়াই পরিত্রাণ পেতে পারে এমন শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাঠানোর বিষয়ে কোনো ভাববাণী নেই।

যিশুর আরোহণের পরে কী আসবে তা যিশু কী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন

যিশু তাঁর পার্থিব পরিচর্যার পরে কী ঘটবে সে সম্পর্কে অসংখ্য ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যার মধ্যে রয়েছে:

- মন্দিরের ধ্বংস (মথি ২৪:২)।
- তাঁর শিষ্যদের নিপীড়ন (যোহন ১৫:২০, মথি ১০:২২)।
- রাজ্যের বার্তা সকল জাতিতে ছড়িয়ে পড়া (মথি ২৪:১৪)।

তবুও, তর্ক থেকে কারো—পৌল তো দূরের কথা—পরিদ্রাণ এবং আনুগত্য সম্পর্কে নতুন বা বিপরীত মতবাদ শিক্ষা দেওয়ার কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে এমন কোনো উল্লেখ নেই।

## পৌলের লেখার সত্য পরীক্ষা

এর অর্থ এই নয় যে আমাদের পৌল, পিতর, যোহন বা যাকোবের লেখা উপেক্ষা করা উচিত। বরং, আমাদের তাদের লেখার কাছে সতর্কতার সাথে যেতে হবে, নিশ্চিত করে যে কোনো ব্যাখ্যা ভিত্তিগত শাস্ত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ: পুরাতন নিয়মের আইন এবং নবী, এবং সুসমাচারে যিশুর শিক্ষা।

সমস্যাটি লেখাগুলিতে নয়, বরং ধর্মতাত্ত্বিক এবং গির্জার নেতারা যে ব্যাখ্যা তাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে তাতে। পৌলের শিক্ষার যে কোনো ব্যাখ্যার সমর্থন থাকতে হবে:

1. পুরাতন নিয়ম: তাঁর নবীদের মাধ্যমে প্রকাশিত ঈশ্বরের আইন।
2. চারটি সুসমাচার: যিশুর বাণী এবং ক্রিয়া, যিনি আইন সমর্থন করেছিলেন।

যদি কোনো ব্যাখ্যা এই মানদণ্ড পূরণ না করে, তবে তা সত্য হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়।

## এই মিথ্যা যুক্তির উপর সিদ্ধান্ত

পৌল খাদ্য নির্দেশ সহ ঈশ্বরের আইন বাতিল করার শিক্ষা দিয়েছিলেন এমন যুক্তি শাস্ত্র দ্বারা সমর্থিত নয়। এমন কোনো বার্তার ভবিষ্যদ্বাণী নেই, এবং যিশু নিজে আইন সমর্থন করেছিলেন। তাই, এর বিপরীতে দাবি করা যে কোনো শিক্ষাকে ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয় বাক্যের বিরুদ্ধে পরীক্ষা করতে হবে।

মশীহের অনুসারী হিসেবে, আমরা ইতিমধ্যে লিখিত এবং ঈশ্বরের দ্বারা প্রকাশিত সাথে সামঞ্জস্য খুঁজতে আহ্বান করা হয়েছে, তাঁর চিরন্তন আদেশের সাথে বিরোধী ব্যাখ্যার উপর নির্ভর না করে।

## যিশুর শিক্ষা, বাণী এবং উদাহরণ দ্বারা

খ্রিস্টের সত্য শিষ্য তাঁর সমগ্র জীবনকে তাঁর পরে মডেল করে। তিনি স্পষ্ট করেছিলেন যে আমরা যদি তাঁকে ভালোবাসি, তবে আমরা পিতা এবং পুত্রের প্রতি আনুগত্য করব। এটি দুর্বল হৃদয়ের জন্য নয় বরং যাদের দৃষ্টি ঈশ্বরের রাজ্যের উপর নিবদ্ধ এবং যারা চিরন্তন জীবন লাভের জন্য যা প্রয়োজন তা করতে প্রস্তুত তাদের জন্য—এমনকি যদি এটি বন্ধু, গির্জা এবং পরিবার থেকে বিরোধিতা নিয়ে আসে। [চুল এবং দাড়ি](#), [tzitzit](#), [সুল্লত](#), [সাব্বাথ](#), এবং [নিষিদ্ধ মাংস](#) সম্পর্কে আদেশগুলি প্রায় সমস্ত খ্রিস্টধর্ম দ্বারা উপেক্ষিত, এবং যারা ভিড়ের অনুসরণ করতে অস্বীকার করে তারা

নিশ্চিতভাবে নিপীড়নের সম্মুখীন হবে, যেমনটি যিশু আমাদের বলেছিলেন (মথি ৫:১০)। ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য সাহসের দাবি রাখে, কিন্তু পুরস্কার হলো অনন্তকাল।

## ঈশ্বরের আইন অনুসারে নিষিদ্ধ মাংস



বিভিন্ন প্রাণীর চারটি খুর, কিছু বিভক্ত এবং কিছু একক, লেবীয় পুস্তক ১১ অনুসারে পবিত্র এবং অপবিত্র প্রাণী সম্পর্কে বাইবেলের আইন চিত্রিত করে।

তওরাতে বর্ণিত ঈশ্বরের খাদ্য আইন, বিশেষভাবে তাঁর লোকদের যে প্রাণীদের খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং যেগুলি তাদের এড়িয়ে চলতে হবে তা সংজ্ঞায়িত করে। এই নির্দেশগুলি পবিত্রতা, আনুগত্য এবং অপবিত্রকারী অনুশীলন থেকে পৃথকতার উপর জোর দেয়। নীচে নিষিদ্ধ মাংসের একটি বিস্তারিত এবং বর্ণনামূলক তালিকা দেওয়া হলো, শাস্ত্রীয় উল্লেখ সহ।

1. স্থল প্রাণী যারা জাবর না কাটে বা বিভক্ত খুর নেই
  - যে প্রাণীদের এই বৈশিষ্ট্যগুলির একটি বা উভয়টির অভাব রয়েছে তাদের অপবিত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
  - নিষিদ্ধ প্রাণীদের উদাহরণ:
    - উট (*gamal*, גמל) – জাবর কাটে কিন্তু বিভক্ত খুর নেই (লেবীয় পুস্তক ১১:৪)।
    - ঘোড়া (*sus*, סוס) – জাবর কাটে না এবং বিভক্ত খুর নেই।

- শূকর (*chazir*, חַזִיר) – বিভক্ত খুর আছে কিন্তু জাবর কাটে না (লেবীয় পুস্তক ১১:৭)।
2. জলজ প্রাণী যাদের পাখনা এবং আঁশ নেই
    - কেবল পাখনা এবং আঁশযুক্ত মাছই অনুমোদিত। যাদের এর যে কোনো একটি নেই তারা অপবিত্র।
    - নিষিদ্ধ প্রাণীদের উদাহরণ:
      - ক্যাটফিশ – আঁশ নেই।
      - শেলফিশ – এর মধ্যে চিংড়ি, কাঁকড়া, লবস্টার এবং ঝিনুক রয়েছে।
      - ইল – পাখনা এবং আঁশ নেই।
      - স্কুইড এবং অক্টোপাস – এদের কোনোটিরই পাখনা বা আঁশ নেই (লেবীয় পুস্তক ১১:৯-১২)।
  3. শিকারী পাখি, মৃতদেহভোজী এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ পাখি
    - আইনে নির্দিষ্ট কিছু পাখি খাওয়া যাবে না, সাধারণত যারা শিকারী বা মৃতদেহভোজী আচরণের সাথে যুক্ত।
    - নিষিদ্ধ পাখিদের উদাহরণ:
      - ঙ্গল (*nesher*, נֶשֶׁר) (লেবীয় পুস্তক ১১:১৩)।
      - শকুন (*da'ah*, דַּאֵה) (লেবীয় পুস্তক ১১:১৪)।
      - কাক (*orev*, אֲרֵב) (লেবীয় পুস্তক ১১:১৫)।
      - পঁচা, বাজপাখি, কমোরান্ট এবং অন্যান্য (লেবীয় পুস্তক ১১:১৬-১৯)।
  4. চার পায়ে হাঁটে এমন উড়ন্ত কীটপতঙ্গ
    - উড়ন্ত কীটপতঙ্গ সাধারণত অপবিত্র যদি না তাদের লাফানোর জন্য জোড়া পা থাকে।
    - নিষিদ্ধ কীটপতঙ্গের উদাহরণ:
      - মাছি, মশা এবং ভ্রমর।
      - তবে, ফড়িং এবং পঙ্গপাল ব্যতিক্রম এবং অনুমোদিত (লেবীয় পুস্তক ১১:২০-২৩)।
  5. মাটিতে বৃকে হাঁটে এমন প্রাণী
    - যে কোনো প্রাণী যা তার পেটে চলে বা একাধিক পা দিয়ে মাটিতে হাঁটে তা অপবিত্র।
    - নিষিদ্ধ প্রাণীদের উদাহরণ:
      - সাপ।
      - টিকটিকি।
      - ইঁদুর এবং তিল (লেবীয় পুস্তক ১১:২৯-৩০, ১১:৪১-৪২)।
  6. মৃত বা পচনশীল প্রাণী
    - এমনকি পবিত্র প্রাণীদের থেকেও, যে কোনো মৃতদেহ যা নিজে থেকে মারা গেছে বা শিকারী দ্বারা ছিন্নভিন্ন হয়েছে তা খাওয়া নিষিদ্ধ।
    - উল্লেখ: লেবীয় পুস্তক ১১:৩৯-৪০, যাত্রাপুস্তক ২২:৩১।
  7. বিভিন্ন প্রজাতির মিশ্রণ
    - যদিও সরাসরি খাদ্য সম্পর্কিত নয়, প্রজাতির মিশ্রণ নিষিদ্ধ, যা খাদ্য উৎপাদন অনুশীলনে যন্ত্রের ইঙ্গিত দেয়।
    - উল্লেখ: লেবীয় পুস্তক ১৯:১৯।

এই নির্দেশগুলি ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রদর্শন করে যে তাঁর লোকেরা পৃথক হবে, তাঁর খাদ্য পছন্দের মাধ্যমেও তাঁকে সম্মান করবে। এই আইনগুলি মেনে চলার মাধ্যমে, তাঁর অনুসারীরা তাঁর আদেশের পবিত্রতার প্রতি আনুগত্য এবং সম্মান দেখায়।

